টোকিওতে অনুষ্ঠানের জন্য হল ভাড়া পাওয়া কঠিন কাজ, হলের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলুন

প্রিয় পাঠক, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা হলের নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য অনুষ্টানে আগত দর্শক-শ্রোতাদের কাছে মাইকে বার বার বিনীত অনুরোধ জানিয়ে থাকেন। কিন্তু আয়োজকদের এ অনুরোধ মনে হয় অনুষ্টানে আগত দর্শক-শ্রোতা ও অভিভাবকবৃন্দের কানের কাছে পৌঁছায় না। তাই দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ হলের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করেন। আর বাচ্চারা খেলার মাঠ মনে করে মহা-আনন্দে হলের বাইরে-ভিতরে দৌঁড়াদৌঁড়ি, ছোটাছুটি করে। আবার হলে ভিতরে খাওয়া-দাওয়া নিষিদ্ধ হলেও কেউ কেউ নিয়ে আসেন লাঞ্চ-বক্স। ফলাফলঃ হল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আয়োজকদের উদ্দেশ্যে বার বার সতর্কবাণী কিংবা সতর্কবাণীতে কাজ না হলে তিন থেকে ছয় মাসের জন্য আয়োজকদের কাছে হল ভাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ। এবার এক সংগঠনের আয়োজকরা এ কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়ে চরম বিপদে পড়েছেন। তাই আপনাদের সামনে বিভিন্ন হল কর্তৃপক্ষের নানা অভিযোগ এখানে তুলে ধরলাম।

১। হলের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করা, জোরে জোরে কথা বলা, কিংবা পথে দাঁড়িয়ে ধূমপান করা। এর ফলে হলের অন্যান্য কক্ষ ব্যবহারকারীদের কিংবা আশে-পাশে বসবাসরত মানুষদের বিরক্ত করা ।

২। বাচ্চাদের হলের চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে কিংবা লিফট দিয়ে অপ্রয়োজনে উপরে-নীচে যাওয়া কিংবা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে দৌঁড়াদৌড়ি করা। এখানে উল্লেখ্য যে, চলন্ত সিঁড়ি লিফটের চেয়ে অত্যন্ত বিপদজনক। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতেও পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

৩। বাচ্চাদের কর্তৃক হলের জিনিসপত্র যেমন কাগজপত্র নষ্ঠ করা কিংবা অগোছালো করে রাখা।

৪। হলের ভিতরে চুইংগাম খেয়ে চুইংগামের আঠা টেবিল-চেয়ারে, দেওয়ালে

কিংবা পর্দার কাপড়ে লাগিয়ে রাখা।
৫। টয়লেট ব্যবহার করে নোংরা করে রাখা কিংবা ব্যবহারের অনুপযোগী করে রাখা। কিংবা টয়লেটের ভিতরে বাচ্চাদের ব্যবহার করা ডায়াপার্স ফেলা। হল কর্তৃপক্ষের এ অভিযোগ যাচাই করে দেখা হয়েছে; তাদের এ অভিযোগ সঠিক।
৬। হলের আশে-পাশে অবৈধভাবে গাড়ী পার্কিং করে রাখা। অন্য গাড়ী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।
প্রিয় পাঠক, এ প্রবাসে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা দুরূহ ব্যাপার এবং ব্যয়বহুল। চরম ব্যস্ততা আর পরিশ্রমের এ দেশে অধিকাংশ অনুষ্ঠানের আয়োজকরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। একটা অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুষ্টানে আগত দর্শক-শ্রোতা ও অভিভাবকবৃন্দের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে টোকিওতে একদিন প্রবাসীদের অধিকাংশ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই, আসুন আমরা সকলে হলের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সহযোগিতা করি ।

ধন্যবাদান্তে-
সম্পাদক
দেশ-বিদেশ ওয়েব পোর্টাল
৩১শে জানুয়ারী, ২০১৬ ইং